দৈনিক বাংলা

তারিখ ২।১২।৮১
পৃষ্ঠা কলাম

0 1

৩৫৪

প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রতি প্রধানমন্ত্রী

শিক্ষারস্বার্থে অবিলম্বে কাজে যোগ দিন

প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রতি দেশের ৮০ লাখ শিশুর শিক্ষার স্বার্থে কালবিলম্ব না করে কাজে যোগ দেয়ার আহ্বান জানান।

বাসসর খবরে প্রকাশ, এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, সরকার বলতে বাধ্য হচ্ছেন যে প্রাথমিক শিক্ষকদের ধর্মঘট শিক্ষা বছরের প্রথমেই শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করে ৮০ লাখ শিশুর অসুবিধা ঘটাচ্ছে। সরকার যখন শিক্ষাকে সার্বজনীন করার সার্বিক চেষ্টা চালাচ্ছেন তখন এ ধর্মঘট গোটা প্রাথমিক শিক্ষারই ক্ষতি করছে। প্রধানমন্ত্রী তার বিবৃতিতে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর নেতৃত্বে তিন সদস্য কমিটি গঠনের কথা উল্লেখ করে বলেন, এ কমিটির সুপারিশে শিক্ষকদের প্রতিটি ন্যায্য অধিকার রক্ষার চেষ্টা করা হয়েছে। তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন দায়িত্বশীল ও শুভবুদ্ধি সম্পন্ন কর্মচারী এবং নাগরিক হিসেবে সরকারের সদিচ্ছা অনুধাবন করবেন ও শিশুদের শিক্ষার স্বার্থে আরকাল বিলম্ব না করে তাদের কাজে যোগ দেবেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, সরকার প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেন এবং দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় এই খাতে এযাবৎকালের সর্বোচ্চ ৩৭৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন। এই অংক শিক্ষা খাতে মোট ব্যয়ের শতকরা ৪০ ভাগ।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, শিক্ষকদের দাবি-দাওয়া তদন্তে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী জনাব আবদুল বাতেনের চেয়ারম্যানশীপে একটি কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি সরকারী প্রাইমারী স্কুল শিক্ষকদের চাকরিবিধি ও প্রাইমারী শিক্ষার প্রশাসন ব্যবস্থা পরীক্ষা করে দেখে এবং শিক্ষকদের চাকরির নিরাপত্তা ও স্কুলগুলোর সুষ্ঠু শিক্ষাদান সম্পর্কে সুপারিশ করেন। কমিটিতে চারজন সংসদ সদস্য, তিনজন শিক্ষক সমিতি প্রতিনিধি ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তিনজন কর্মকর্তাও ছিলেন।

কমিটির সুপারিশে বলা হয় যে প্রাইমারী শিক্ষার ব্যবস্থাপনা ও পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব সংসদীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষের হাতে ন্যস্ত করা উচিত। একটি মহকুমা বা এই ধরনের এলাকা নিয়ে সেই কর্তৃপক্ষ গঠিত হবে। তাতে নির্বাচিত প্রতিনিধি ও শিক্ষক প্রতিনিধিরাও থাকবেন।

স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষ প্রাইমারী

(শেষ পৃঃ ৮-এর কঃ দ্রঃ)

শিক্ষকদের বাছাই, নিয়োগ, বদলি ও পদোন্নতি তদারক করবেন। সরকারের দায়িত্ব থাকবে শিক্ষকদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থাসহ তাদের চাকরির শর্তাদি নিরূপন।

এছাড়া সরকার শিক্ষকদের বেতন, পেনশন, গ্র্যাচ্যুইটি ও অন্যান্য সুবিধার জন্য প্রয়োজনীয় তহবিলেরও যোগান দেবেন।

কমিটির সুপারিশে বলা হয় যে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অধীনেও প্রাইমারী শিক্ষকদের চাকরির নিরাপত্তা থাকবে। কমিটির সুপারিশ এখন সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে।